তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮০

**বরিশাল বিভাগে সরকারের কোভিড-১৯**

**মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চলমান**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

বরিশাল বিভাগে সরকারের কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে বিধিনিষেধকালে সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় পটুয়াখালী জেলায় এ পর্যন্ত ৩ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি পরিবারকে ১৪ কোটি ১৮ লাখ ১১ হাজার ৬৫০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক কর্তৃক এ্যাড. আবুল কাশেম স্টেডিয়ামে ৪০ জন হতদরিদ্রের মাঝে ১০ কেজি করে চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি তেল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি লবণ, ৫০০ গ্রাম ছোলা, ৫০০ গ্রাম মুড়ি ও ১টি করে সাবান বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া গত ১ মে বরিশাল জেলায় শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে বরিশাল জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা বরিশালের সহযোগিতায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০ জন খেলোয়াড় ও ৫০ জন স্টাফদের মাঝে দেড় লাখ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান হয়েছে। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক ও বরিশাল জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি জসীম উদ্দীন হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

ঝালকাঠি জেলায় এ পর্যন্ত ১ হাজার ৩৮৮টি পরিবারকে ২ কোটি ৮ লাখ ১২ হাজার ৫০টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বরগুনা জেলায় এ পর্যন্ত ১ লাখ ৫ হাজার জনকে ১ কোটি ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ৭ জনকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছ। এছাড়া বরগুনার বেতাগী উপজেলার জন কল্যাণ পরিষদ একশ’ হতদরিদ্র পরিবারকে চাল, আলু, তেল, পেঁয়াজ, চিনি, সেমাই, ছোলা ও বুট বিতরণ করা হয়েছে।

পটুয়াখালী জেলার প্রতি উপজেলায় প্রতিজনকে ৪৫০ টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ চলমান রয়েছে। ভোলা জেলায় এ পর্যন্ত ৪৮৬টি পরিবারকে ৩ লাখ ৫৮ হাজার টাকা এবং ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ৩২ জনকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জেলাসমূহের জেলা তথ্য এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

#

জাহাঙ্গীর/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৯

**সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে নেত্রকোনায় কৃষকের ধান কেটে দিলো কৃষকলীগ**

নেত্রকোনা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশব্যাপী সাধারণ কৃষকের ধান কেটে দেয়া কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ আজ নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার ছোট কৌলাতি গ্রামের কৃষক মোঃ রুহুল আমিন নুরুলের কলা ভাঙ্গা বিলের ১২০ শতাংশ জমির পাকা ধান কেটে দিয়েছেন। এ উপলক্ষে নেত্রকোনা জেলা ও বারহাট্টা উপজেলা কৃষকলীগ কৌলাতি গ্রামে ধান কাটা উৎসবের আয়োজন করে।

নেত্রকোনা-২ (সদর-বারহাট্টা) আসনের সংসদ সদস্য, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু’র নেতৃত্বে কৃষকের ধান কেটে দেওয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ্র, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আকবর আলী চৌধুরীসহ জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ধান কাটা অনুষ্ঠানে কৃষক লীগের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহামারি করোনা সংকটের মধ্যেও কৃষকের পাশে থেকে ধান কেটে গোলায় তুলে দেয়ার মাধ্যমে কৃষকলীগ প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশ কৃষকলীগ প্রকৃতপক্ষেই কৃষকদের সংগঠন। তিনি কৃষকলীগের বর্তমান নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, কৃষিবিদ সমীর চন্দ ও এডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি’র নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আজ সকলের জন্য মডেল রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে উপনীত হয়েছে।

#

জাকির/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৮

**সিলেট বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা প্রদান**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

সিলেট বিভাগের দু’টি জেলায় করোনা ভাইরাস মহামারিতে দুর্গত ও অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সরকার মানবিক সহায়তা হিসেবে ৯ হাজার ৭৩৮টি পরিবারের মধ্যে ৪৮ লাখ ৬৫ হাজার ২০০ টাকা বিতরণ করেছে।

সিলেট জেলার ৭ হাজার ১৮২টি দরিদ্র পরিবারকে নগদ ৩৫ লাখ ৮৭ হাজার ২০০ টাকা এবং হবিগঞ্জে ২ হাজার ৫৫৬টি অসচ্ছল পরিবারকে ১২ লাখ ৭৮ হাজার টাকা নগদ বিতরণ করা হয়।

#

আলমগীর/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৭

**দেশের আট বিভাগে ৮ হাজার ৮৭৩টি কোভিড জেনারেল বেড এবং**

**৫৬৫টি কোভিড ডেডিকেটেড আইসিইউ বেড খালি হয়েছে**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

করোনার সময়ে দেশের ৮ বিভাগের হাসপাতালগুলোর মধ্যে এই মুহুর্তে মোট ৮ হাজার ৮৭৩টি কোভিড জেনারেল বেড এবং ৫৬৫টি কোভিড আইসিইউ বেড খালি হয়েছে।

হাসপাতালগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশের ৮ বিভাগে এই মুহুর্তে মোট কোভিড ডেডিকেটেড শয্যা সংখ্যা ১২ হাজার ৩৪৭টি এবং মোট আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১ হাজার ৯২টি। এগুলোর মধ্য থেকে বহু সংখ্যক রোগী চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ায় এখন উল্লিখিত বেডগুলো খালি হয়েছে।

উল্লেখ্য, আট বিভাগের মধ্যে ঢাকা মহানগর হাসপাতালগুলোতে মোট জেনারেল বেড সংখ্যা ৫ হাজার ৬২৬টির মধ্যে খালি রয়েছে ৩ হাজার ৭৯৯টি, মোট আইসিইউ ৭৭৩টির মধ্যে খালি রয়েছে ৪২০টি। এই হাসপাতালগুলোর মধ্যে সরকারি ১৩টি এবং বেসরকারি ১৩টি হাসপাতাল রয়েছে।

ঢাকা মহানগরের ১৩টি কোভিড ডেডিকেটেড সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা গত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৭০৫টি বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ২৮০টি, মোট আইসিইউ ২০টির মধ্যে কোনো বেড এখন খালি নেই।

বিএসএমএমইউ এর মোট ২৩০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১৩০টি, মোট আইসিইউ ২০টি বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৫টি, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের মোট ৩০০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৭২টি, মোট আইসিইউ বেড ১০টির মধ্যে কোনো বেড খালি নেই, মুগদা জেনারেল হাসপাতালের মোট ৩৬০টি জেনারেল বেডের মধ্যে বর্তমানে খালি রয়েছে ২৫২টি, মোট আইসিইউ বেড ১৯টির মধ্যে খালি আছে মাত্র ২টি, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের মোট ১৬৯টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি আছে ১১৬টি এবং মোট ২৬টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১০টি, শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালের মোট ১৭৪টি সাধারণ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১০০টি এবং মোট ১৬টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৮টি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মোট ২৮৮টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ২০৩টি এবং মোট ১০টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ২টি, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মোট ৮১টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৭৪টি এবং ৬টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৩টি, রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের মোট ৪৮৫টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৩৯৩টি এবং মোট ১৫টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৮টি। সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালের মোট ১০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৮টি, এন.আই.সি.ভি.ডি হাসপাতালের মোট ১৩৭টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১২৩টি, টিবি হাসপাতালের মোট ২০০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১৮৩টি এবং মোট ৫টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৪টি, ডিএনসিসি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালের মোট ২০০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১৩১টি এবং মোট ১০০টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ২৫টি। এন.আই.ডি.সি.এইচ মহাখালীর মোট ১১৪টি জেনারেল বেড রয়েছে, এন.আই.কে.ডি.ইউ শ্যামলির মোট ১৫টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১৪টি।

#

মাইদুল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৬

**সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটা কিশোরগঞ্জের মসুয়ায় স্মৃতি**

**জাদুঘর গড়ে তোলার আহ্বান টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার মসুয়া গ্রামে তার পৈতৃক ভিটাটি সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতি সংরক্ষণে একটি স্মৃতি জাদুঘর ঘর গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

বৃহ্ত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের সভাপতি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ ঢাকায় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার বৃহ্ত্তর ময়মনসিংহের কীর্তিমান প্রবাদপুরুষ সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এ সময় সত্যজিৎ রায় স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণের জন্য দ্রুত সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বয় পরিষদের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক সচিব আবদুস সামাদ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদ সাজ্জাদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী বলেন, সত্যজিৎ রায় কেবল বাংলা চলচ্চিত্রেই নয়, দুনিয়ার সব চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠজনদের একজন। তিনি গ্রাফিক্স ডিজাইনসহ বাংলা টাইপোগ্রাফি বা হরফমালা সৃষ্টির অসাধারণ কাজ করে গেছেন। সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং বাবা সুকুমার রায় দুজনেরই জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার মসূয়া গ্রামে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, অতীতকে সংরক্ষণ করতে না পারলে আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত খুঁজে পাব না। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি, তাদের ইতিহাস তুলে ধরতে না পারলে জাতি হিসেবে সামনে যেতে পারব না। বৃহত্তর ময়মনসিংহের অনেক স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতি রক্ষা করা অনিবার্য। তিনি বলেন, জঙ্গল বাড়ির ঈসা খাঁ, মুক্তাগাছার মহারাজা কিংবা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর স্মৃতিসহ অনেক স্মৃতি আছে যা সংরক্ষণ করা জরুরি।

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুলের স্মৃতি রক্ষায় সাংস্কৃতিক ফোরামসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাঁর স্মৃতিকে যেমন অম্লান করে রাখতে পেরেছি তেমনি সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতি বিজড়িত মসুয়াকে সকলে মিলে অমর করে রাখতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

#

শেফায়েত/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৫

**রাজশাহী বিভাগে করোনাকালীন সরকারি সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

রাজশাহী বিভাগে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুঃস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

রাজশাহী জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ৫০ হাজার ১০০ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৫১ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৯০ পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ১ লাখ ৫ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

নওগাঁ জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ২১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১ কোটি ৯৫ লাখ ১০ হাজার ২০০ টাকা এবং ৩০৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে, যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২ লাখ ১৩ হাজার ৪৮৯ জন।

নাটোর জেলায় করোনা মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ)খাতে বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৪৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১ লাখ ১৯ হাজার ৬০০ জনের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪০০ টাকা দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া শিশু খাদ্য ও গো খাদ্য হিসেবে মোট ১৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অচিরেই বিতরণ করা হবে।

বগুড়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৯১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১ লাখ ৫৪ হাজার ২০০ জনের মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯ কোটি ৮৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫০ টাকা ৮ লাখ ৭৪ হাজার ৮৪ জন উপকারভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, গো খাদ্য হিসেবে ১২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অচিরেই বিতরণ করা হবে।

এছাড়া, জয়পুরহাট জেলায় জিআর (ক্যাশ) সহায়তা খাতে গতকাল ১২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ২ হাজার ৮০০ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বিভাগের অন্যান্য জেলাতেও ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

#

মারুফ/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৪

**ঢাকা বিভাগে সরকারের মানবিক সহায়তা কাযক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল ১ মে ২০২১ তারিখে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মানিকগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ২০ হাজার ৩০০টি পরিবার ও ১ লাখ ১ হাজার ৫০০ জনকে নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। নরসিংদী জেলায় ১ কোটি ৮৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৬৭ হাজার ২২৭টি পরিবার ও ১ লাখ ৭৭ হাজার ৪৫৫ জন ব্যক্তিকে নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

রাজবাড়ি জেলায় ৭৬ লাখ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা ১১ হাজার ৬৭৮টি পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা জেলায় ২ লাখ ৮০ হাজার ৫৯৩ টাকা ৩৩৫টি পরিবার ও ১ হাজার ৭৭৫ জন ব্যক্তির মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১ হাজার ৫০০টি পরিবার ও ৩৮ হাজার জন ব্যক্তিকে এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২৩ লাখ ৪ হাজার ৯০০ টাকা ৫ হাজার ১২২টি পরিবার ও ২ লাখ ৩৬ হাজার ১৪০ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলায় ৬ লাখ ৩৬ হাজার ১০০ টাকা নগদ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলায় ৫ লাখ ১ হাজার ৪০০ টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ এর মাধ্যমে ১৯ হাজার টাকা নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৭ লাখ ২ হাজার ৩০০ টাকা ১৬ হাজার ২৭৪টি পরিবার এবং ৮ লাখ ১৩ হাজার ৭৭৪ জন ব্যক্তিকে নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১৫ লাখ ৯৭ হাজার ৫০০ টাকা ৩৫ হাজার ৫০০টি পরিবার ও ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। শরীয়তপুর জেলার ৫০০ প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয় তথ্য অফিসের মাধ্যমে এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৩

**চট্টগ্রাম বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ চলমান**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

চট্টগ্রাম বিভাগে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুঃস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১১ হাজার ২৯২ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৬৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৫৬ হাজার ৪৬০ জন দুঃস্থ, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৬৫ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৫ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে এ জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৮৯০টি পরিবার।

কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার মধ্যে ৭১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৫০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭৯ লাখ ৯৪ হাজার ২৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ১ লাখ ২৭ হাজার ৭২৬টি প্রান্তিক পরিবার। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৪৫৯টি পরিবার।

রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ কোটি ৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২১ হাজার পরিবার ও ৮১ হাজার জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবৎ ২১ হাজার পরিবারের মাঝে ৯৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ১৭ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৮৮৮টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ৬৩ লাখ ৯২ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকা। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৮ হাজার ২১৪টি দুঃস্থ পরিবারের সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণের জন্য জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে আরো ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা।

লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে এ যাবৎ বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে দুঃস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ১২ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৬০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা (নগদ) খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬৯টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফেণী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ২৭ লাখ টাকার মধ্যে ৬৫ হাজার ২৫০ টাকা ১০০টি দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২ লাখ ৬৫ হাজার ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল লাভ করেছে ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবার। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় (নগদ অর্থ) খাতে ৬ লাখ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৮ লাখ টাকার মধ্যে ১ কোটি ১৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার মধ্যে ৫৯ লাখ ৬৫ হাজার ২০০ টাকা মোট ৩৬ হাজার ৬টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৪২ লাখ টাকা। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১ হাজার ৯০০ পরিবার।

চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ৪৭ হাজার ২০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২২৫টি দুঃস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় (নগদ অর্থ) খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় (নগদ) খাতে আরো ৮ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৯২ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৬১ লাখ ২১ হাজার ৮০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ১৬ হাজার ৪৩৭টি প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭২

**উন্নয়নে সবাইকে অংশীদার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, যাকে যে দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন তাকে সে দায়িত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নে সবাইকে অংশীদার করেছেন। তিনি শুধু করোনা মোকাবিলা নয়, আর্তমানবতার সেবা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাকে যেখানে দায়িত্ব দিলে দেশটা এগিয়ে যাবে তাকে সেখানে সে দায়িত্ব দিয়েছেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি একটা ইউনাইটেড বাংলাদেশ তৈরি করেছেন। অতীতের কোনো প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপ্রধান এটা করে নাই।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরলে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে নিয়ে কাজ করছেন। সেনাবাহিনী মানেই ব্যারাকে থাকবে, যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে এমন নয়, প্রধানমন্ত্রী তাদেরকেও উন্নয়নের কাজে লাগাচ্ছেন। উন্নয়নে সবাই অংশীদার হবে। পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবি সবার ব্যাংক আছে, কল্যাণ সংস্থা আছে। এতে উন্নয়ন গতিশীল হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা করোনার সময়ে জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছেন। সরকারের অনেক উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা করোনায় জীবন দিয়েছেন। তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান ঘোষণা দেয়া উচিত। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের একটা রাজনৈতিক এজেন্ডা আছে। দেশের উন্নয়ন ও জনগণের মান উন্নয়নে এ ইশতেহার দেয়া হয়েছে। এ ইশতেহার বাস্তবায়ন হচ্ছে বলেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী এলাকা বিরল উপজেলায় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, অক্সিজেন সেবা, করোনা চিকিৎসা সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা দেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো উন্নয়ন এবং মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান রাখার নির্দেশনা দেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিনাত রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সবুজার সিদ্দিক সাগর, বিরল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাসিমসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

#

জাহাঙ্গীর/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭১

**রংপুর বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রংপুর বিভাগের জেলাগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

পঞ্চগড় সদর উপজেলায় গতকাল সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৬ হাজার ৩৩৮টি পরিবারের মাঝে ৪৬ লাখ ৫০ হাজার নগদ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় ৫৫৬ টি পরিবারের মাঝে ২ লাখ ৫০ হাজার নগদ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩ হাজার ৫০০ গরিব-দুঃস্থ অসহায় মানুষকে জনপ্রতি নগদ ৫শত টাকা দিয়েছে উপজেলা পরিষদ।

রংপুর জেলা স্কুল মাঠে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০০ জন সংবাদপত্র হকারকে নগদ পাঁচশত টাকা করে দিয়েছে জেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়।

কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫০টি পরিবারের মাঝে ১০ কেজি করে চালসহ ডাল, চিনি, তেল, সাবান, চিড়া, লবণ ও নুডুলস বিতরণ করা হয়। এছাড়া ফুলবাড়ি উপজেলায় ৫০০ পরিবারকে একই ধরনের খাদ্য উপকরণ প্রদান করা হয়।

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন আজ শহরের শহিদ মোহাম্মদ আলী স্টেডিয়ামে ৪০০ পরিবহণ শ্রমিকের প্রত্যেকের মাঝে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি মসুর ডাল ও ১ কেজি লবণ বিতরণ করেছে। এছাড়া গতকাল ২৮২ জন দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে চাল, মসুর ডাল, লবণ, সয়াবিন তেল, চিনি, চিড়া ও নুডুলস প্রদান করা হয়েছে।

লালমনিরহাট জেলা প্রশাসন করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫৫ জনকে জনপ্রতি ৮১০ টাকা মূল্যমানের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে জনপ্রতি ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি ডাল এবং ১ লিটার সয়াবিন তেল।

#

রেজাউল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭০

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ লাখ ৩০ হাজার ৬০০ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে মোট ১ লাখ ৩০ হাজার ৬০০ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে ৫৩ জন এবং দ্বিতীয় ডোজে ১ লাখ ৩০ হাজার ৫৪৭ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। প্রথম ডোজে ৩৮ জন পুরুষ এবং ১৫ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে ৮১ হাজার ৩৮১ জন পুরুষ এবং ৪৯ হাজার ১৬৬ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ২ মে পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৮৭ লাখ ৫৫ হাজার ৯৫০ জন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে ৩৬ লাখ ৮ হাজার ৮০৫ জন পুরুষ এবং ২২ লাখ ১০ হাজার ৯০৪ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে ১৯ লাখ ২ হাজার ৪০৫ জন পুরুষ এবং ১০ লাখ ৩৩ হাজার ৮৩৬ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ২ মে ২০২১ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৭২ লাখ ৪৮ হাজার ৮২৮ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬৯

**২০২১ সালের মধ্যে দেশের সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়ন পরিষদকে**

**হাইস্পিড ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হবে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়ন পরিষদকে ফাইবার অপটিক হাইস্পিড ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল কার্যক্রম ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়নে ইতিমধ্যে হাইস্পিড ফাইবার অপটিক ক্যাবল কানেক্টিভিটি পৌঁছে গেছে। আইসিটি বিভাগের কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্গম এলাকার ৬১৭টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে হাইস্পিড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেয়া হবে এবং চলতি বছরে এর মূল অবকাঠামো তৈরির কাজ সম্পন্ন হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহের ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্হাপন প্রকল্পের ‘ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্হাপন’ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে বিটিসিএলের মাধ্যমে ১ হাজার ২০০, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ইনফো সরকার ৩ প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়ন ফাইবার অপটিক্যালের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

পলক বলেন, আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের নির্দেশনা অনুযায়ী যে সকল ইউনিয়ন বাকি থাকবে সেখানে, পাহাড় ও দ্বীপ এবং যেখানে ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল নেওয়া যাচ্ছে না সেগুলোতে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে। এর মাধ্যমে গ্রামে বসেই শহরের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা যাবে এবং দুর্গম এলাকার তরুণ প্রজন্ম ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

তিনি বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি সংসদীয় আসনে একটি করে ‘স্কুল অব ফিউচার’ মডেল স্কুল হবে। যেখানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শিক্ষকদের উপস্থিতি, তাদের ক্লাসে উপস্থিত হওয়া, তাদের কোর্স কারিকুলাম সবকিছু অনলাইনে থাকবে। পাশাপাশি তাদের ‘স্কুল অব ফিউচার’ ল্যাবে তারা ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।’

তিনি কাজের গুণগতমান বজায় রেখে জনগণের ইন্টারনেট সেবা প্রদানে সদা সতর্ক থাকতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লালমনিরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মোতাহার হোসেন, কিশোরগঞ্জ- ৪ আসনের রেজওয়ান আহম্মদ তৌফিক, বরিশাল-৪ আসনের পংকজ নাথ, চট্টগ্রাম-৩ আসনের মাহফুজুর রহমান, সিরাজগঞ্জ-১ আসনের তানভীর শাকিল জয়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর শিকদার, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব।

পরে প্রতিমন্ত্রী ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্হাপন কাজের উদ্বোধন করেন। ১৩টি উপজেলার ২১টি ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে এ সময় অনলাইনে সংযুক্ত ছিল।

#

শহিদুল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬৮

**খুলনা বিভাগে কর্মহীন অসহায় জনগণের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারের চলমান ত্রাণ বিতরণ কাযক্রমের অংশ হিসেবে আজ খুলনা বিভাগের জেলাসমূহে করোনায় কর্মহীন মানুষের কষ্ট লাঘবে নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মাগুরা জেলায় আজ ৬ হাজার ৫ শত ৩৭ পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি ৫ শত টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে ১৭ পরিবারের প্রত্যেককে ৭ কেজি চাল ও ১ কেজি করে ডাল খাদ্য সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়।

সাতক্ষীরা জেলায় ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার পরিবারের মাঝে ১৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। যশোরে এক হাজার একশত ৭০টি পরিবারের মাঝে ৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকা এবং মেহেরপুর জেলায় অসহায় জনগণের মাঝে ১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার ৮ শত ৯০ জন শ্রমিকের মাঝে ত্রাণসামগ্রী এবং নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিলো চাল, আলু, ডাল, তেল, সাবান ও মাস্ক। নড়াইলের জেলা প্রশাসক এসব খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। এছাড়া ৩৩৩-এ কল করার ফলে ১৭ পরিবারকেও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

#

দীপংকর/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬৭

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ১৫৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৩৫৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৬১ হাজার ৯৪৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৯জন-সহ এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৫৭৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৩২৮ জন।

#

দলিল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬৬

**স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্ব দেয়া ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ বাঁচতে পারবে না**

**-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, মানুষ যুদ্ধ করার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে কিন্তু মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য খুব বেশি ভাবেনি এবং স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে তেমন কোনো পরিকল্পনাও নেয়নি। তিনি বলেন, করোনা মহামারিতে বিশ্ব বুঝতে পেরেছে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ কতটা জরুরি একটি বিষয়। করোনা দেখিয়ে দিচ্ছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ছাড়া এ পৃথিবীতে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। আমাদের দেশেও স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাজেট অনেক কম। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বৃদ্ধিসহ বিনিয়োগও বৃদ্ধি করতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশী দেশ ভারতের করোনার ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে। ভারত থেকে এই ভাইরাস আমাদের দেশেও চলে আসতে পারে। এ কারণে আগামীতে স্বাস্থ্যখাতের সকল পর্যায়ের কর্মীদের সতর্কতার সাথে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, করোনার ১ম ঢেউ আমরা সফলভাবে সামলিয়ে নিয়েছিলাম। মানুষের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে ব্যাপক অনীহা ও অবহেলার কারণে দেশে করোনায় ২য় ঢেউ এসেছে। এখন ২য় ঢেউ কিছুটা কমে আসছে। তবে ১ম ঢেউয়ের পর যেভাবে মানুষ স্বাস্থ্যবিধির প্রতি উদাসীন হয়েছিল সেই ঘটনা আবার ঘটতে দিলে খুব দ্রুতই দেশে ৩য় ঢেউ চলে আসতে পারে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সেনাল, স্বাচিপ-এর মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এম এ আজিজ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, কমিউনিটি ক্লিনিকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

#

মাইদুল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬৫

**ভারতে গণতন্ত্রের বিজয় হোক**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

ভারতের নির্বাচনে সবসময় গণতন্ত্রের বিজয় হোক- এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডের বাসভবনে সীমিত পরিসরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে ভারতের চলমান বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসের এগিয়ে থাকার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী একথা বলেন।

'পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের যে কোনো নির্বাচন সম্পূর্ণ তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারাই ভারতে সরকার গঠন করুন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও পাশের পশ্চিমবঙ্গের সাথে যে নৈকট্য, তা যেন আরো গভীরে প্রোথিত হয় এবং আমাদের দু'দেশের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর দ্রুত সমাধান হোক, সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। এবং আমরা চাই, ভারতে সবসময় গণতন্ত্রের বিজয় হোক।'

এ সময় হেফাজত নেতা মামুনুল হকের বিরুদ্ধে কথিত দ্বিতীয় স্ত্রী ঝর্ণার দায়ের করা ধর্ষণ মামলা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সোনারগাঁওয়ের রিসোর্টে জনতার হাতে আটকের পর মামুনুল হক যাকে দ্বিতীয় স্ত্রী বলে পরিচয় দেন এবং এরপরেই নিজের স্ত্রীকে ফোনে জানান, সে আসলে শহিদুল সাহেবের স্ত্রী, সেই ঝর্ণা বিয়ে না করে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবৈধ মেলামেশার অভিযোগে মামুনুলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেছেন।'

এখন জনগণের সামনে মামুনুল হকের আসল চেহারা দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রকাশ পেলো উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'যে হেফাজত নেতারা বিয়ে ছাড়াই এই সম্পর্ককে বৈধ বলে ফতোয়া দেন, তারাও আইনের দৃষ্টিতে দুষ্কর্মের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত।'

#

আকরাম/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬৪

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী লোগো ব্যবহার নির্দেশিকা**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী লোগো অনুমোদিত হওয়ায় তা যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক নির্দেশিকা জারী করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়কের সাথে পরামর্শক্রমে এই নির্দেশিকা জারী করা হয়। নির্দেশিকাসমূহ হলো :

* স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের জন্য গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত রঙ, বর্ণবিন্যাস এবং আকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না।
* সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি, সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সব ই-মেইল, সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, আধা-সরকারি পত্রে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লোগোর সঙ্গে যথাযথভাবে সুবর্ণজয়ন্তীর লোগোটি ব্যবহার করা যাবে।
* মুজিববর্ষের লোগো যথাস্থানে রেখে সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো বামদিকে ব্যবহার করা যাবে।
* সরকারি মালিকানাধীন সব বাস, ট্রেন, দাপ্তরিক গাড়ী, নৌযান, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে চলমান বাংলাদেশ বিমান, সামরিক এয়ারক্রাফট এবং ক্রুজে উপযুক্ত স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ও সাজসজ্জায়, সুবর্ণজয়ন্তী লোগোর নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্ধারিত এবং আনুপাতিক হারে নান্দনিকভাবে লোগোটি ব্যবহার করা যাবে।
* জাতীয় দিবসের বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা কার্ড এবং আমন্ত্রণপত্রে উক্ত লোগো ব্যবহার করা যাবে।
* জাতীয় পাঠ্যপুস্তক এবং সব সরকারি তথ্য বাতায়নে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে।
* সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার, নোটপ্যাড, স্টেশনারি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচার সামগ্রীতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে।
* কোনো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট, সেবার উদ্দেশ্যে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না।
* সিগারেট, অ্যালকোহল, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অনুরূপ দ্রব্যাদিতে এই লোগো ব্যবহার করা যাবে না।
* বিভিন্ন ক্রীড়া, সাহিত্য, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠান আয়োজনে, প্রকাশানার ক্ষেত্রে লোগো ব্যবহার করা যাবে।
* স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে নির্বাচিতে লোগোটি ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৬১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬৩

**লকডাউনেও কৃষি মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের অফিস খোলা রয়েছে**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

চলমান লকডাউনেও খোলা রয়েছে জরুরি পরিষেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের অফিস। কৃষি মন্ত্রণালয় সীমিত পরিসরে ও মাঠ পর্যায়ের বিশেষ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা রয়েছে।

লকডাউনের শুরু থেকেই বোরো ধান কর্তনের জন্য কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ কৃষিযন্ত্র বিতরণ ও আন্ত:জেলা শ্রমিক পরিবহণে সহযোগিতা দেয়াসহ বিভিন্ন জরুরি কাজের জন্য খোলা রয়েছে অফিসগুলো। তাছাড়া, আউশের প্রণোদনা; সার,বীজ,কীটনাশক প্রভৃতি উপকরণ বিতরণের কাজও সুষ্ঠুভাবে চলমান আছে।

মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে অফিস খোলা রেখে জরুরি কার্যক্রম চলমান আছে। মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের অফিসের সাথে প্রণোদনা, কৃষি উপকরণ ও ধান কাটাসহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য অতিরিক্ত সচিববৃন্দের নেতৃত্বে প্রতিদিন একটি করে টিম সচিবালয়ে দায়িত্বপালন করে যাচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল সমন্বয়কের দায়িত্বপালন করছেন।

 পাশাপাশি, রোস্টারভিত্তিতে উপসচিবদের নেতৃত্বে একটি ‘মনিটরিং সেল’ সচিবালয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, কৃষিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব নিয়মিতভাবে সংস্থাপ্রধানসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে জরুরি সভা করছেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের কাজ ও ই-নথির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও চলমান আছে। দপ্তরগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও এর মাঠ পর্যায়ের জেলা-উপজেলা অফিসগুলো খোলা রয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ নিয়মিতভাবে অফিস করছেন। তিনি ও অধিদপ্তরের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক ও সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম মন্ত্রণালয়ে জরুরি প্রয়োজনে অফিস করার পাশাপাশি সরেজমিনে মাঠের কার্যক্রম পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন। করোনার ঝুঁকির মধ্যেও হাওরে বোরো ধানের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার বিতরণ ও ধান কাটায় উৎসাহ দিতে ইতোমধ্যে তাঁরা হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও কিশোরগঞ্জের মিঠামইনের হাওর সফর করেছেন। এছাড়া, গাজীপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে দ্রুত ‘উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল’ ধানের জাত উদ্ভাবনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

লকডাউনে এসব উদ্যোগের ফলে মাঠ পর্যায়ে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপারের সর্বোচ্চ ব্যবহার, কৃষি উপকরণের সরবরাহ, হাওরে বোরো ধান কর্তন ও শ্রমিকের নির্বিঘ্ন যাতায়াত সচল রাখা সম্ভব হয়েছে।

#

কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৫৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬২

**আগামী বছরের জুনের মধ্যে পদ্মা সেতু উন্মুক্ত করতে কাজ চলছে**

**-সেতুমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন, গতকাল পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে ভায়াডাক্টের সর্বশেষ গার্ডার স্থাপনের মধ্য দিয়ে পুরো সেতুর স্ট্রাকচারের কাজ শেষ হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সেতুটি চালু হতে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মন্ত্রী আজ নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সিলেট সড়ক জোন, বিআরটিএ এবং বিআরটিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা জানান।

মন্ত্রী আরো জানান এ পর্যন্ত মূল পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি শতকরা ৯৩ দশমিক ২৫ ভাগ, নদী শাসন কাজের অগ্রগতি শতকরা ৮৩ ভাগ এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা ৮৫ দশমিক ৫০ ভাগ।

সরকার ২০২২ সালের জুন নাগাদ সেতুটি যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে বলেও তিনি জানান।

এ সময় তিনি এই মুহূর্তে সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার প্রকল্প ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টদের আরো উদ্যোগী হবার নির্দেশ দেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আব্দুস সবুর, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মনির হোসেন পাঠান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আব্দুল মালেক, সিলেট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বিআরটিএ এবং বিআরটিসি'র কর্মকর্তাগণ সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

#

ওয়ালিদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৫৩৪ ঘণ্টা